দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 25 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ২ ...

পিএসসির চেয়ারম্যান পদ এখনও শূন্য

বিসিএস জটে আটকাপড়া লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বিসিএস জটে আটকা পড়া লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত। এই পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণরা আদৌ চাকরি পাবেন কি না এটিই তাদের এখন মূল জিজ্ঞাসা। কারণ স্থগিত হয়ে থাকা ২১, ২২ ও ২৩তম পরীক্ষা গত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে শেষ পরীক্ষাটি ছিল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য। ইতোপূর্বে ২০তম বিসিএসের ফলাফল বাতিল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়নি। জটে আটকা পড়া উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন পরও জানতে পারছে না কোন নির্দেশ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই এক নির্দেশে সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। সরকারের ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও এই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। এদিকে প্রায় তিন মাস থেকে পিএসসিং

(২ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

বিসিএস জটে আটকা

(প্রথম পাতার পর)

চেয়ারম্যান পদটি শূন্য রয়েছে। এই পদে নিয়োগ দেয়া নিয়ে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। জানা গেছে, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হলেও দুই প্রভাবশালী মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তা স্থগিত হয়ে যায়। এখন চেয়ারম্যান পদের জন্য নতুন কাউকে খোঁজা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে চেয়ারম্যান না থাকায় পিএসসি একটি বন্ধ্যা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১৯৯৯ সালে ২১তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ৯৩৪টি শূন্য পদের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়ে ৮৬ হাজার ৪০৩টি। বাছাই ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৬ হাজার ৪২০ প্রার্থী। এসব প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয় গত বছর জুন মাসে। চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি হয়ে আছে।

১ হাজার ২৬৩টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ২২তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় ২০০০ সালের আগস্ট মাসে। আবেদন করেন ৮৫ হাজার ৬৬৪ প্রার্থী। বাছাই পরীক্ষা শেষে ১২ হাজার ২৯৭ প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। লিখিত পরীক্ষা শেষে গত বছর উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। একই বছরের ৩০ নবেম্বর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কোটায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি কারিগরি বিষয়ে লোক নিয়োগের জন্য ২৩তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। ৭০৯টি পদের জন্য আবেদন করে ১ হাজার ৫২৩ প্রার্থী। সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে এদের মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার দরখাস্ত আহ্বান করার কথা ছিল যাতে শূন্য পদের সংখ্যা ১৩শ' ৬৪টি। পিএসসি এ ব্যাপারে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়নি।